[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মাহফুজুর রহমান এবং পৌরসভা প্রকৌশলী মো. শামীম রেজা।

সভায় সাংবাদিকরা গাংনীর সার্বিক উন্নয়ন, প্রতিবন্ধকতা ও বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, “আমি এখন গাংনীর মানুষ। গাংনীবাসীর প্রত্যাশা নিয়ে তাদের সেবা করতে চাই। আমি চাই না আমার ভালো কাজের প্রশংসা করা হোক, বরং অনুরোধ করব সমালোচনা করতে যাতে আমি ভুল শোধরাতে পারি এবং সঠিকভাবে কাজ করতে পারি। আমার কর্মকাণ্ডে সাংবাদিকদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করি।”

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে বিশেষ অভিযানিক কার্যক্রম পরিচালিত

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে বিশেষ অভিযানিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মেহেরপুর জেলার সদর থানা কর্তৃক পরিচালিত এ অভিযানের অংশ হিসাবে গত ২৪ ঘন্টায় বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে ০৬ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতাকৃত হলেন, বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালত, মেহেরপুর, সিআর নং-২৮৩/২৫(গাংনী), তারিখ- ২৪ মে, ২০২৫; (মেহেরপুর, গাংনি) ঘটনার সময়- ধারা- ৩ যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮; মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ মশিউর রহমান, মোঃ আসাদ আলী, স্থায়ী: গ্রাম- পাটকেলপোতা, উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা- মেহেরপুর।

বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঝিনাইদহ, সিআর নং- ১১৪/২৫, তারিখ- ০৪ মে, ২০২৫; (ঝিনাইদহ, ঝিনাইদহ সদর) মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ ফিরোজ (৫০), পিতা-মৃত রমজান আলী, স্থায়ী: গ্রাম- খোকসা, উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর,

জেলা-মেহেরপুর।

মেহেরপুর এর মেহেরপুর সদর থানার, এফআইআর নং-৩৯, তারিখ- ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩; জি আর নং-৫১৯, তারিখ- ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৩; সময়-১৮.৪৫ ঘটিকা ধারা- ৩৬(১) সারণির ৮(খ)/৩৬(১) সারণির ৮(গ)/৪১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ তাইজুল ইসলাম (৫১), মৃত ইছার উদ্দিন শেখ, গ্রাম-পুরাতন বাসস্ট্যান্ডপাড়া, উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা - মেহেরপুর।

বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ঝিনাইদহ, সিআর নং- ১১৪/২৫, তারিখ- ০৪ মে, ২০২৫; (ঝিনাইদহ, ঝিনাইদহ সদর) মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ সাবিরুল ইসলাম, পিতা-মোঃ নাসির উদ্দিন, স্থায়ী: গ্রাম- কাঁঠালপোতা, উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা -মেহেরপুর।

মেহেরপুর এর মেহেরপুর সদর থানার, এফআইআর নং-৯, তারিখ- ০৫ ডিসেম্বর, ২০২২; জি আর নং-৪৫২, তারিখ- ০৫ ডিসেম্বর, ২০২২; সময়-১৯.৩০ ঘটিকা ধারা- ৩৬ (১) সারণির ৮(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মো: শরিফুল ইসলাম (২৫), মো: লিয়াকত আলী, স্থায়ী: গ্রাম- গোভীপুর (গোরস্থানপাড়া), উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা- মেহেরপুর।

মেহেরপুর এর মেহেরপুর সদর থানার, এফআইআর নং-৭/৬০, তারিখ- ১০ মার্চ, ২০২১; সময়- ১৮.৪৫ ঘটিকা ধারা- ৩৬ (১) সারণির ৮(ক)/৪১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; মামলার গ্রেফতারী পরোয়ানামূলে ধৃত আসামী মোঃ শওকত ওসমান (৩০), মোঃ ফিরোজ ফকির, সাং-পৌর কলেজপাড়া মাঠপাড়া ৪ নং ওয়ার্ড মেহেরপুর পৌরসভা উপজেলা/থানা- মেহেরপুর সদর, জেলা- মেহেরপুর।

গ্রেফতাকৃতদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান আছে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ০৪ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার রাত থেকে আজ শনিবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- গাংনীর চাদপুর মোঃ আবু বাক্কারের ছেলে মোঃ মুকুল ইসলাম (৪৫) গাংনি থানার মামলা নং-৩০, তারিখ- ২৩/০৫/২০২৫ ধারা- ৯(১) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন,২০০০ মুলে গ্রেফতার, গাড়াডোব কাচারীপাড়ার মোঃ মজির উদ্দিন ওরফে মজিরের ছেলে মোঃ পল্টু সিআর নং- ১৯/১৭ মুলে গ্রেফতার, মোহাম্মদপুরের মোঃ শহিদুল ইসলামের ছেলে মোঃ মুক্তাদির রহমান কাজল গাংনি থানার মামলা নং- ১৪/৫৩, তারিখ- ১৬ মার্চ, ২০২০ ধারা- ৩৬(১) সারণির ১০(ক)/৪১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (জিআর সাজা) মুলে গ্রেফতার, কুনিয়া চাদপুরের মোঃ মিজানুর রহমানের ছেলে মোঃ আহসান হাবিব
(১৮) গাংনি থানার মামলা নং-৩১, তারিখ- ২৩/০৫/২০২৫ ধারা- ৯৮/১০৫ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ মুলে গ্রেফতার ।

গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে । জেলার সার্বিক আইনশৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ০৪ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে আজ বুধবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাই

অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- গাংনীর আড়পাড়া পূর্ব পাড়ার মহসিন মোল্লার ছেলে খোকন, মহব্বত, মহব্বত আলীর ছেলে মানিক, নওদাপাড়া তোফাজ্জেল হকের ছেলে আব্দুল ওয়াহেদ ।

গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে । জেলার সার্বিক আইনশৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে।

কমিটি গঠন কেন অবৈধ না কারণ দর্শাতে আদালতের নোটিশ

মেহেরপুরে বিএনপি দলীয় গঠনতন্ত্র অনুসরণ না করে কমিটি গঠনের অভিযোগে গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের কমিটি গঠনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

রবিবার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বিএনপির ৩ নেতা জাহাঙ্গীর আলম, শাহদুল করিম, ছানোয়ার হোসেন বাদী হয়ে মামলা করলে মঙ্গলবার বিকালে শুনানি শেষে মেহেরপুরের সিনিয়র সহকারী জজ–২ আদালতের বিচারক মো: মাসুদ রানা এ আদেশ দেন।

একই সঙ্গে দলের গঠনতন্ত্র না মেনে কমিটি নির্বাচন করাকে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তার কারণ দর্শাতে ৯ জন বিবাদীকে ৫ কর্মদিবস সময় বেঁধে দেন।

কারণ দর্শানোর জন্য আদালত যে সকল বিবাদীকে সময় বেঁধে দিয়েছেন, তারা হলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নে সভাপতি পদে বিজয়ী ঘোষিত মো: ফজলুল হক, সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী ঘোষিত মো: মমিনুল ইসলাম, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন–২০২৫ এর প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো: আব্দুস সালাম, নির্বাচন কমিশনার মো: জুলফিকার আলী

এবং অ্যাডভোকেট আরিফুজ্জামান।

জানা গেছে, অনিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুসরণ না করে অবৈধভাবে কমিটি গঠনের অভিযোগে বাদীরা ৯ জনকে বিবাদী করে মেহেরপুর সিনিয়র সহকারী জজ–২ আদালতে একটি মামলার আবেদন করেন। মামলা নম্বর: ৭১/২৫।

মঙ্গলবার (২০ মে) বিকাল সাড়ে চারটার সময় মামলাটির শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির কয়েকজন সিনিয়র আইনজীবী এই শুনানিতে অংশ নেন।

মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর এএসএম সাইদুর রাজ্জাক এবং মামলাটিতে বাদী পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো: মিজানুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অ্যাডভোকেট মো: মিজানুর রহমান বলেন, বিএনপির গঠনতন্ত্রের ৬ অনুচ্ছেদের “খ” ধারা লঙ্ঘন করে দলীয় কমিটি গঠনের অপচেষ্টা করা হচ্ছে। আহ্বায়ক কমিটির নেতাদের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং কাউন্সিলের বিধি-বিধান উপেক্ষা করে নিজেদের পছন্দের লোকদের নিয়ে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে দলকে আওয়ামী লীগ পুনর্বাসন কেন্দ্র বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আদালত বাদী পক্ষের অভিযোগের সত্যতা পেয়ে বিজ্ঞ আদালত এ নির্দেশনা দিয়েছেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসান বলেন, আমরা আদালতের আদেশের কথা শুনেছি, তবে কাগজ পাইনি। আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদালতে কারণ দর্শানো হবে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে গাংনীতে তিনজন ও মুজিবনগরে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাত থেকে আজ মঙ্গলবার ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন

স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন গাংনীর নতুন দরবেশপুর স্কুলপাড়ার মৃত মিনারুল ইসলামের ছেলে মো. আব্দুস সালাম (২৩), লক্ষীনারায়ণপুর ধলার আহসানের ছেলে রকি (২২), খাসমহল ৬ নম্বর ওয়ার্ড পশ্চিমপাড়ার মো. নুর হোসেনের ছেলে মো. দবির আলী (৪৩) এবং মুজিবনগরের বাগোয়ান নতুন পাড়ার পটল মীরের ছেলে সলিম মীর (৫০)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের বিধি মোতাবেক বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে ইভটিজিং: যুবকের ১৫ দিন জেল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে ইভটিজিংয়ের দায়ে আল-আমিন হোসেন (২৭) নামের এক যুবককে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (২০ মে) বিকালে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাদ্দাম হোসেন এ আদালত পরিচালনা করেন। দণ্ডিত আল-আমিন হোসেন গাংনী উপজেলার বামুন্দি গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আল-আমিন হোসেন একই গ্রামের এক তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীকে নিয়মিত রাস্তাঘাটে উত্ত্যক্ত করতেন এবং অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতেন। বিষয়টি এলাকাবাসীর নজরে এলে তারা আল-আমিনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাকে হাজির করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ৫০৯ ধারায় তাকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন বলেন, “শিশুদের নিরাপত্তা ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনের অবস্থান জিরো টলারেন্স। কেউ

এ ধরনের অপরাধ করলে তাকে কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।”

এ ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে এবং প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ায় তারা সাধুবাদ জানিয়েছেন।

জমে উঠেছে ঐতিহ্যবাহী বামন্দী পশুহাট

আসন্ন কোরবানিকে সামনে রেখে মেহেরপুর গাংনী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী বামন্দী পশুহাটে ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড় শুরু হয়েছে। প্রায় ২০০ বছরের পুরনো এই হাটটি মেহেরপুর জেলার ঐতিহ্য বহন করে আসছে।

এই পশুহাটে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসেন ক্রেতা ও ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীরা গরুর দড়ি ধরে আছেন ক্রেতার আশায়, আবার ক্রেতারাও কোরবানির জন্য খুঁজছেন নিজেদের পছন্দমতো গরু, ছাগল ও ভেড়া। জেলার চাহিদা পূরণ করে কোরবানির পশু রাজধানী ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলায় চলে যায়। এই সময় পশু বিক্রির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন খামারি ও নিজ বাড়িতে পশু পালনকারীরা।

কৃষকের বাড়িতে একটি-দুটি করে লালন-পালন হলেও খামারে রয়েছে অনেক গরু, ছাগল ও ভেড়া। অনেক কৃষক শখের বসে পারিবারিকভাবে মহিষ পালন করেন।

গাংনীতে বেশ কয়েকটি ছাগল ও ভেড়ার বাণিজ্যিক খামার থাকলেও পারিবারিক খামারেও ছাগল ও ভেড়া বেশি পালিত হচ্ছে। বসতবাড়িতে দু- একটি গরু পালন করা এখন অনেক পরিবারের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা বছর গরু পালনের পর এখন এসেছে বিক্রির সময়। গরু বিক্রির টাকায় মিটবে পরিবারের আর্থিক চাহিদা। বাড়তি অর্থ দিয়ে আবারও গরু কেনা হবে। এভাবেই চলে গরু পালনকারী পরিবারগুলোর চক্র।

গরু খামারি উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের শাজাহান আলী বলেন, “শিক্ষিত বেকার যুবকরা যদি খামার করে, তাহলে বেকারত্ব দূর হওয়ার পাশাপাশি তারা স্বাবলম্বী হতে পারবে। সন্তানের মতো পরম আদর-যত্ন ও মমতায়

গরুকে লালন-পালন করা হয়। খামারের গরুকে বিচালি, ঘাস, ভুট্টা, খৈলসহ প্রাকৃতিক খাবার খাওয়ানো হয়। কোনো প্রকার কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় না। নিজেরাই খৈল উৎপাদন করি, সেই খৈল খাওয়ানো হয়। খৈল থেকে প্রাপ্ত তেল দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়। ইতোমধ্যে বেশ কিছু গরু বিক্রি হয়েছে, ঈদের আগেই বাকিগুলো বিক্রির আশা করছি। চাহিদা আর ভালো দাম পেলে লাভবান হবো বলে আশা করছি।”

খামারি বালিয়াঘাট গ্রামের মোশাররফ হোসেন বলেন, “সরকার যদি খামারিদের বিনা সুদে ঋণ দেয়, তাহলে বেকার যুবকরা এ পেশায় এগিয়ে আসবে। আমার খামারে সারা বছর গরু লালন-পালন করা হয়। এবারও বেশ কিছু গরু আছে, যেগুলোর দেখভাল করে পুরো পরিবার। আমরা ন্যায্য মূল্যে লাভের আশা করছি।”

খামারি তেরাইল গ্রামের হেলাল উদ্দিন বলেন, “পারিবারিক খামারে গরু পালন করেছি। কোরবানির জন্য পশুগুলো বিক্রি করে দেব। এখন খুব ব্যস্ত সময় পার করছি কোরবানির পশু নিয়ে। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সহযোগিতা করছে পশু পালনে। গো-খাদ্যের দাম বেশি এবং তীব্র গরমে পশু পালন করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছে।”

বামন্দী পশুহাটে গরু কিনতে আসা জিয়া হোসেন বলেন, “দীর্ঘদিন দেশের বাইরে ছিলাম। ছুটিতে বাড়ি এসেছি পরিবারের সঙ্গে ঈদ করব বলে। হাটে এসে দেখি গরু ও ছাগলের দাম অনেক বেশি। তারপরও কিনব। আজ হাটে পছন্দ না হলে আগামী হাটে আসব।”
আরেক ক্রেতা বলেন, “কোরবানির জন্য গরু কিনতে এসেছি। পছন্দ হয়েছে, তবে দাম অনেক বেশি। তারপরও কিনেছি। অনেকে এখনও পশু কেনার আগে দেখাদেখি করছে।”

ছাগল ব্যবসায়ী লালচাঁদ বলেন, “বামন্দী বাজারে বড় ছাগলের খুব চাহিদা। বিভিন্ন গ্রাম থেকে ছাগল কিনে আনছি। গ্রামের লোকজন প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ছাগল পালন করে এবং কোরবানির সময় সামনে রেখে বিক্রি করে দেয়। এবার ছাগলের দাম অনেক বেশি।”

গরু ব্যবসায়ী জোরপুকুর গ্রামের জামরুল বলেন, “এবার গরুর বাজারদর ভালো রয়েছে। হাটে পর্যাপ্ত গরু উঠেছে এবং গরুর চাহিদাও অনেক। আশেপাশে বামন্দীর মতো বড় হাট আর নেই। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা আসেন এই হাটে।”

বামন্দী পশুহাটের ইজারাদার, সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল বলেন,

“বামন্দী পশুহাট মেহেরপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী একটি হাট। প্রায় দুই শত বছরের পুরনো এই হাট জেলার গর্ব। সপ্তাহে দু’দিন, সোমবার ও শুক্রবার, হাট বসে। কেউ যাতে প্রতারণার শিকার না হয়, সেজন্য আমরা সবসময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করি। এ বিষয়ে প্রশাসনও তৎপর রয়েছে। কোরবানিকে সামনে রেখে সব ধরনের পশুর বেচাকেনা শুরু হয়েছে।”

মেহেরপুর গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় কোরবানিযোগ্য পশু রয়েছে ১,৪০,৮৩৮টি। এর মধ্যে গরু ৪১,৫৭৮টি, ছাগল ৯৬,৮৪৫টি, মহিষ ৩৮৫টি এবং ভেড়া ২,০৩০টি। উপজেলায় কোরবানির চাহিদা রয়েছে প্রায় ৪২ হাজার পশুর।
গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. আরিফুল ইসলাম বলেন, “গাংনী উপজেলায় যে কোরবানিযোগ্য পশু প্রস্তুত রয়েছে, তা উপজেলার চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকার কোরবানির পশুর চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অর্থাৎ, চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি পশুর যোগান রয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সবচেয়ে বড় পশুহাট হচ্ছে বামন্দী। সপ্তাহে দুই দিন, শুক্রবার ও সোমবার, এই হাট বসে। হাটে কোনো পশু অসুস্থ হয়ে গেলে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আমাদের মেডিকেল টিম সেখানে মোতায়েন রয়েছে।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, “ঈদকে সামনে রেখে যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য বামন্দী পশুহাটে পর্যাপ্ত পুলিশ, প্রশাসনের নজরদারি, জাল নোট সনাক্তকরণ মেশিনসহ সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।”

মেহেরপুরে গাঁজাসহ মাদক কারবারী গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৫০০ গ্রাম গাঁজাসহ একজন মাদক কারবারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।